Semester II UG (H)
Paper – Core-4
Political History of Early Medieval India, 600 AD - 1200 AD

বল্লাল সেন এর কৌলিন্য প্রথা – টীকা লেখ

বাংলার শাসনব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানোর ক্ষেত্রে সেন বংশের শাসক বল্লাল সেন ছিলেন অন্যতম কৃতিত্ত্বের অধিকারী। পূর্বসূরিরা যখন সাম্রাজ্যের বিস্তারে মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার নয় সমাজ কাঠামোকে নতুনভাবে নির্মান করতে তৎপর হন। বাংলার সমাজ-সংস্কারে ও সাংস্কৃতচর্চায় তিনি নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন। শাস্ত্রপাঠে ছিলেন সুপন্ডিত। সাহিত্যচর্চাতে ছিলেন সমান পারদর্শী। তবে বল্লাল সেন-এর অন্যতম কীর্তি ছিল বাংলায় 'কৌলিন্য প্রথার' প্রবর্তন। কথিত আছে তাঁর মাতামহ আদিশূর কনৌজ থেকে মেধাতিথি, ক্ষিতীশ, সৌভরী, সুধানিধি ও বীতরাগ নামে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে শ্রীহট্টে নিয়ে আসেন। এঁদের সকলকেই কুলীন ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত করা হয়। বিশেষ করে হিন্দু সমাজকে রক্ষারস্বার্থে সমাজ গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। মূলত হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ- এই তিন শ্রেণীর মধ্যেই কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

কৌলিন্য প্রথার মূল উদ্দেশ্য ছিল – সামাজিক আচার- অনুষ্ঠান বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর (কুলীন) মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করা। বংশ কৌলিন্য, জাতিগত পবিত্রতা ও সততা রক্ষা করাই ছিল মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে নয়টি গুণসমপন্ন মানুষরা (আচরণ, বিনয় (প্রকাশ), বিদ্যা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, তীর্থদর্শন ও দানশীলত) হলেন শ্রেষ্ঠ কুলীন। তিনি মনে করতেন – সভ্য জাতির সম্মান অত্যাবশকীয়। আর এই সম্মান লাভের জন্য সবাই সৎপথে চলবে। এই উদ্দেশ্যে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। কুলীন মর্যাদা বংশানুক্রমিক ছিল না এবং তিনি নিদান দেন – প্রত্যেক ছত্রিশ বছর অন্তর কুলীনদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। গুণ ও কর্মদ্বারাই ঠিক হত পরবর্তীকালে তাঁরা কুলীন উপাধি ব্যবহারের কতখানি যোগ্য। তবে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন নিয়ে বিতর্ক আবার কম নেই। কৌলিন্য প্রথার সঙ্গে বল্লাল সেনের নাম সংযুক্ত করতে নারাজ বর্তমান ঐতিহাসিকরা। অতুল সুর গবেষণা করে মনে করিয়ে দেন – একাদশ-দ্বাদশ শতকে নয় পঞ্চদশ–ষোড়শ শতকে বাঙালি কুলপঞ্জীকারগণ বংশগত পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য কৌলিন্য প্রথা চালু করেন। আবার বল্লাল সেন রচিত – দানসাগর-এ কৌলিন্য প্রথা নিয়ে তেমন কথা পাওয়া যায় না। আবার অনেকে বলেন - বল্লাল সেনের অনেক আগে থেকেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে শুধুমাত্র তাঁর সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এই প্রথা নতুনভাবে প্রচারিত হয়েছিল, বলে অনেকে মনে করেন।